দৈনিক বাংলা

তারিখ 01 AUG 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

সমান্তরাল শিক্ষা ব্যবস্থা

আমাদের বিশেষ সংবাদদাতা জানিয়েছেন, রাজধানীতে স্কুলের ক্লাসঘর এখন ফাঁকা থাকছে কিন্তু জমজমাট হয়ে উঠছে কোচিং সেন্টার। স্কুল এখন শুধু পরীক্ষা দেবার উপলক্ষ – পাস করার বৈতরণী হল কোচিং সেন্টার।

রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত অনুমোদিত স্কুলগুলি ছাত্রছাত্রীদের কাছে যে প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে তার প্রমাণ হল কোচিং সেন্টারের বিস্তার ও জনপ্রিয়তা। পাস করার জন্যে, ভাল রেজাল্ট করার জন্যে মোটা টাকা ফি দিয়ে ছাত্রছাত্রীরা কোচিং সেন্টারে ছুটছে। হরেক রকম কোচিং সেন্টার। কোনটা প্রি-ক্যাডেট, কোনটা প্রি-এসএসসি, প্রি-এইচএসসি আবার কোন কোচিং সেন্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে, মেডিক্যাল কলেজ, বুয়েটে ভর্তি হওয়ার নিশ্চয়তা দেয়। ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকরা প্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেজের ওপর আর আস্থা রাখতে পারছে না। পরিস্থিতি উদ্বেগজনক নিঃসন্দেহে।

গ্রামের স্কুলগুলির অবস্থা ভিন্ন হলেও ভাল কিছু নয়। গ্রামে কোচিং সেন্টার নেই, দরিদ্র ছাত্রছাত্রীরা প্রাইভেট টিচার নিযুক্ত করে আলাদা রকম পড়ার সঙ্গতি রাখে না। স্কুলই তাদের একমাত্র ভরসা। কিন্তু স্কুলে কতটা পড়াশোনা হয় সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। অধিকাংশ স্কুলেই উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব। কোনমতে জোড়াতালি দিয়ে পড়শোনা চলে। বিভিন্ন বোর্ডের রেজাল্ট বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, গ্রামের ছাত্রছাত্রীরা তুলনামূলকভাবে খারাপ রেজাল্ট করছে। আজকাল গ্রাম মফস্বলের স্কুল থেকে কেউ-ই প্রায় মেরিট লিস্টে ঠাঁই পায় না।

রাজধানীর স্কুলগুলির মধ্যে ভাল রেজাল্টের জন্যে কমপিটিশন এক সময় শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হত। এখন বিভিন্ন স্কুল-কলেজের মধ্যে প্রতিযোগিতা বাঁকা পথ নিয়েছে--নানা প্রক্রিয়ায় কোন কোন স্কুল ও কলেজের আধিপত্য বজায় রাখার চেষ্টা চলছে। ফলে শিক্ষার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে।

সবচাইতে ন্যক্কারজনক রূপ নিয়েছে কোচিং সেন্টারগুলির মধ্যে বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা। প্রায় প্রত্যেকদিন কোন কোন সংবাদপত্রের প্রতিযোগী কোচিং সেন্টারগুলির আত্মপ্রশংসা সমৃদ্ধ বিজ্ঞাপন ছাপা হচ্ছে – ছাত্রছাত্রীদেরও এইসব বিজ্ঞাপনে জড়িত করা হচ্ছে। কখনও একজন কৃতী ছাত্রের সার্টিফিকেট কাগজে ব্যবহার করা হচ্ছে, কখনও বা তাদের ছবি। কাঞ্চনমূল্যে এইসব সার্টিফিকেট সংগ্রহ করা হচ্ছে বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা। অর্থাৎ তরুণ ছাত্রছাত্রীদের এখনই ব্যবসায়িক লাভালাভের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই প্রবণতা বিপজ্জনক।

আমাদের দেশের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই বিদেশে চলে গেছে। যারা দেশে রয়ে-গেছে, তাদের অনেকেই সোৎসাহে কোচিং সেন্টারের ব্যবসায়ে নেমে পড়েছে। মার্কেট ইকনমিতে কাঞ্চনমুদ্রাই শেষ কথা। মেধাবী ছাত্ররা তাদের নোট বিতরণ করছে, আরও তরুণদের ভাল ছাত্র হবার সহজ রাস্তার সন্ধান দিচ্ছে। যা ছিল সাধনার বিষয়, প্রতিভার অন্তর্গত, তা এখন কৌশলের করায়ত্ত।

আমরা মনে করি, কোচিং সেন্টারগুরির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার আগে প্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেজগুলিতে কেন লেখাপড়া হচ্ছে না সে সম্পর্কে তদন্ত অনুষ্ঠিত হওয়া জরুরী। শিক্ষকরা কেন ক্লাস নিচ্ছেন না। ছাত্রছাত্রীরা কেন স্কুল-কলেজের ওপর আস্থা রাখতে পারছে না – এসব বিষয়ে তদন্ত হওয়া দরকার।

কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস আর স্কুল পর্যায়ে লেখাপড়ার প্রতি সার্বিক অবহেলা জাতিকে সর্বনাশের পথে পরিচালিত করছে। আমরা আশা করব, সরকার শক্তহাতে শিক্ষাঙ্গনে শৃঙ্খলা এবং প্রকৃত শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করবে। শিক্ষা ছাড়া একটি জাতির বিকল্প অবলম্বন কিছু নেই।